সংবাদ

তারিখ 19 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ভর্তি কমিটির গাফিলতিতে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষে রেকর্ডসংখ্যক ভর্তি বাতিল

এনামুল হক, শাবিপ্রবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের লাগামহীন গাফলতি, অবহেলা ও তড়িঘড়ি করে একমুখী সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন সেমিস্টারের ক্লাস শুরু করায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) শতাধিক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করছে। এ পর্যন্ত ভর্তি বাতিল করেছে একশ জনেরও বেশি। প্রতিদিনই ভর্তি বাতিলের সংখ্যা বাড়ছে। এ সংখ্যা তিনশ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভর্তি বাতিলের কারণে আসন শূন্য হয়ে পড়েছে। শূন্য আসনে অপেক্ষমান তালিকা থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি না করায় উচ্চশিক্ষা থেকে কয়েকশ শিক্ষার্থী বঞ্চিত হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় যেমন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি দেশ দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বঞ্চিত হবে। বিভিন্ন দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, প্রশাসনিক দূরদর্শিতার অভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এ প্রথম। বিষয়টি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম ২৪ জানুয়ারি শেষ হওয়ার মাত্র ৪ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমীক কাউন্সিলের কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে ভর্তি কমিটির একতরফা সিদ্ধান্তে ক্লাস শুরু করা হয়। ক্লাস শুরুর পরপর শিক্ষার্থীরা ভর্তি বাতিল শুরু করে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ইতোমধ্যে কম্পিউটার সাইন্সে ৮, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ৪, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালে ৫, পরিসংখ্যানে ৩, গণিতে ৫, কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৩, রসায়নে ৩, ফরেস্টিতে ৫, ইন্ডাস্টিয়াল অ্যান্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ৩, আর্কিটেকচারে ৬, জেনিটিক্সে ৭, পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্সে ২, বায়োটেকনোলজিতে ৫, ফুড অ্যান্ড টি টেকনোলজিতে ২, অর্থনীতে ৩, সমাজকর্মে ৫, পলিটিক্যাল স্টাডিজে ২, বাংলা ২, ইংরেজিতে ৫, ব্যবস্থা প্রশাসনে ৩, সমাজ বিজ্ঞানে ৩ ও লোক প্রশাসন বিভাগে ৩ আসন শূন্য হয়েছে। একাডেমীক কাউন্সিলের এক সদস্য জানান, এক থেকে দেড় মাস দেরিতে ক্লাস শুরু করা হলেও অপেক্ষমান তালিকা থেকে শূন্য আসনে ভর্তি করা যেত। গত তিন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বার্থে কোন একাডেমীক কাউন্সিলের সভা আহ্বান করা হয়নি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় চলমান বিভিন্ন সেমিস্টারে ক্লাস রুম, শিক্ষক সঙ্কট থাকার কারণে নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা ও লাইফ সাইন্স অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. এম হাবিবুল আহসান এ ব্যাপারে সংবাদকে বলেন, এটি একটি জাতীয় ক্ষতি। প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য যে খরচ হয় এবং যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করে অন্যত্র চলে গিয়েছে তাদের শূন্য আসনে সরকারি ব্যয় একই থাকলেও কয়েকশ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। ব্যাপারটা খুবই দুঃক্ষজনক। ভর্তি কমিটির সভাপতি ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলামের দৃষ্টি আর্কষণ করা হলে তিনি বলেন, বিভিন্ন কারণে ভর্তি কমিটির পক্ষে দ্বিতীয়বার অপেক্ষমান তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি এরকম শূন্য আসন প্রতি বছর থাকে বলে মন্তব্য করেন।